দৈনিক খবর

তারিখ 15 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

13

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পটি এখন এক ব্যয়সর্বস্ব কর্মসূচী

॥ শফিকুল আলম কাজল ॥

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়) প্রকল্পটি দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করতে না পারায় শুধুমাত্র বছর বছর অর্থ ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তব কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না।

'৮০ সাল থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। লক্ষ্যমাত্রা বা সাফল্য অর্জন কোনটাই সম্ভব হয়নি। যে কারণে এ নিয়ে মোট তিনবার প্রকল্পটি সংশোধন ও বাস্তবায়নকালের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাথে সাথে বাড়ছে প্রকল্প ব্যয়। বর্তমানে প্রায় ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯০ সন নাগাদ বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছাত্রের ভর্তি হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করা এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার হ্রাস করা ও স্কুলের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কাজ চলছে। উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছাত্র ভর্তির হার ৯০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৭০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন শেষে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলেছে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রকল্পের অধীনে শুধুমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন বা কোন শিক্ষা উপকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে না। সারা দেশে মোট ৪৪,৫৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭,৩৫৩টি বিদ্যালয় বেসরকারী। বিদ্যালয় গমনোপযোগী ও ভর্তিকৃত ছাত্র সংখ্যার তথ্যে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে। অন্যদিকে দেশে সকল মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

তারিখ 15 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

ঢাকা ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশ কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেবে মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ও ভর্তিকৃত ছাত্রের হিসেব অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা। কিন্তু প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর কত শতাংশ স্কুলে আসছে সে সম্পর্কে কোন ভিত্তিমূলক জরিপ না করেই প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেয়া হয়। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ও বিদ্যালয়ে ভর্তির যে পরিসংখ্যান প্রদান করছে তার যথার্থতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ যে পদ্ধতিতে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ও বিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান আসছে তা ত্রুটিপূর্ণ। যেহেতু ছাত্র ভর্তির অগ্রগতির হারের উপর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্ম সম্পাদনের যাচাই হয়ে থাকে, সেহেতু বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রের সংখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবে কম দেখানো হয় বলে পরিকল্পনা কমিশন তার মূল্যায়ন রিপোর্টে উল্লেখ করেছে।

এতে বলা হয়, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রকল্পের মূল লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯০ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '৮৮ সালে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগীর ৭১ শতাংশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সঠিক সংখ্যা নির্ণিত হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের এলাকা সঠিকভাবে নিরূপিত না হওয়ায় এবং দেশের অসংখ্য মাদ্রাসার ছাত্রকে এ পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বছরের প্রারম্ভে প্রতিটি স্কুলে নতুন বই ও খাতা প্রাপ্তির লোভে অনেক ছাত্রের উপস্থিতি ঘটে এবং তাদের নাম খাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিদর্শনে দেখা যায়, ছাত্র সংখ্যার উপস্থিতির হার গড়ে ৫০ শতাংশ। শহরের চেয়ে গ্রামে ছাত্র অনুপস্থিতির হার আরও অনেক বেশী। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তি রেজিস্টারের সাথে প্রদত্ত মাসিক রিপোর্টের কোন মিল নেই।

প্রভাবশালী মহলের চাপে—

মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপে বিদ্যালয় নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক হয় না। পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন বর্ষাকালে ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। শহরাঞ্চলে উত্তম বিদ্যালয়গৃহ থাকার পরও একই বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়। তুলনামূলকভাবে শহর, শহরতলী ও উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থাসম্পন্ন এলাকায় ছাত্র সংখ্যা অধিক। অথচ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণে ছাত্র সংখ্যাকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় না। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা মাটিতে বসে বা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করছে।

এতে বলা হয়, প্রকল্পের পূর্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫৬ শতাংশই পূর্ত নির্মাণ কাজ। '৮৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সমাপ্ত ও '৮৮-৮৯ সালের নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রা যোগ করার পর যে অতিরিক্ত কাজ অবশিষ্ট থাকে তা '৮৯-৯০ সালে সমাপ্ত করা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে অইডিএ'র সাহায্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৬৬০টি বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামতের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

এ ছাড়া, নির্মাণ ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে। '৮৫-৮৬ থেকে '৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত নির্মিত স্কুল ভবনের ব্যয় মূল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নিম্নে ১১ শতাংশ থেকে ৭৯ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। আর বিদ্যালয় নির্মাণের মান সম্পর্কে অহরহ বিভিন্ন মহল প্রশ্ন তুলেছে। শহর ও নগর এলাকায় বিদ্যালয়ের নির্মাণ মান মোটামুটি ভাল হলেও প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের অভাবে মোটেই মানসম্মত হচ্ছে না বলে উল্লেখ করা হয়।